''যথার্থ নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশনের দ্বারা সম্পূর্ণ পবিত্রতাকে ধারণ করো''

আজ বাপদাদা দেশ-বিদেশের চতুর্দিকের নতুন নতুন বাচ্চাদেরকে দেখছিলেন। তারা মধুবনে সাকার রূপেই আসুক কিম্বা আকার রূপে নিজের নিজের সেবা স্থানে এসে থাকুক, এই সকল নতুন নতুনদেরকে দেখে বাপদাদা সকলের নিশ্চয়কে দেখছিলেন। কেননা নিশ্চয় হলো এই ব্রাহ্মণ জীবনের সম্পন্নতার ফাউন্ডেশন আর ফাউন্ডেশন মজবুত থাকলে তবে সহজেই এবং তীব্রগতির সাথে সম্পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছানো নিশ্চিত। তো বাপদাদা দেখছিলেন যে, নিশ্চয়ও হলো ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। যে যথার্থ ভাবে নিশ্চিত যে, আমি পরমাত্মা বাবার হয়ে গেছি, নিজেকেও আত্মা স্বরূপে জানা, মানা, চলা আর বাবাকেও তিনি যেমন তেমনটি জানা - এটাই হলো যথার্থ নিশ্চয়।

দ্বিতীয় নিশ্চয় হলো - যোগের দ্বারা অল্প সময়ের জন্য অশান্তির থেকে শান্তির অনুভব করে থাকে এবং সেই স্থানের শক্তিশালী শান্ত বায়ুমণ্ডল আকর্ষণ করে, এছাড়া ব্রাহ্মণ পরিবার, ব্রাহ্মণ আত্মাদের আত্মিক ভালোবাসা আর পবিত্র জীবনের প্রভাব তাদের উপরে পড়ে। কম্প্যানী (সঙ্গ) ভালো লাগে। বাইরের জগতের কন্ট্রাস্টে এই সঙ্গ ভালো লাগে, জ্ঞানও ভালো লাগে, ব্রাহ্মণ পরিবারও ভালো, বায়ুমণ্ডলও ভালো... সুতরাং এই সব কিছু ভালো লাগে। ফলে, সেই ফাউন্ডেশনের আধারে চলতে থাকে। এ হলো দ্বিতীয় নম্বর। প্রথম নম্বর বলেছি - 'যথার্থ নিশ্চয়' আর দ্বিতীয় নম্বর 'এই সব কিছু ভালো লাগে' আর তৃতীয় নম্বর - বাইরের জগতের আত্মীয় পরিজনদের দুঃখময় পরিবেশের থেকে বাঁচার জন্য যতটা সময় সেবাকেন্দ্রে এসে থাকে, ততটা সময় পর্যন্ত দুঃখের থেকে সরে এসে শান্তির অনুভূতি করে থাকে। তারা জ্ঞানের গূঢ়তার দিকে যায় না, কিন্তু শান্তির প্রাপ্তি হওয়ার কারণে কখনো আসে কখনো আসে না। কিন্তু যথার্থ নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী হয়ে থাকে। আর দেখা যায় যে, প্রথম প্রথম যখন আসে, অশান্তির থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, শান্তির জন্যই ইচ্ছুক থাকে। তাই অপ্রাপ্তির থেকে প্রাপ্তি হয়ে থাকে, পরিবার, জ্ঞান, যোগ, বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রভেদ সে দেখতে পেতে থাকে। সুতরাং প্রথম দিকের সময় গুলোতে খুবই সুন্দর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তারা চলতে থাকে, খুব নেশা থাকে, খুশীও হতে থাকে। কিন্তু যদি প্রথম নম্বরের যথার্থ নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন পরিপক্ক না হয়, দ্বিতীয় বা তৃতীয় নম্বরের নিশ্চয় থাকে, তবে ধীরে ধীরে প্রথম দিকে যে খুশী থাকে, এনার্জি থাকে, তাতে পার্থক্য এসে যায়।

এই সীজনে নতুন নতুন যারা এসেছো আর চান্সও পেয়েছো, এটা তো খুবই ভালো। বাপদাদারও নতুন নতুন বাচ্চাদেরকে দেখে আনন্দ হয় যে, এরা আবার পরিবারে এসে পৌঁছে গেছে। কিন্তু এটা চেক করো যে, নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন পাক্কা তো? আমার নিশ্চয় নম্বর ওয়ান নাকি নম্বর টু? যদি নম্বর ওয়ান হয়, তবে তো চলতে চলতে মুখ্য পবিত্রতার ধারণা করাটা কঠিন বলে মনে হবে না। আর এমনকি স্বপ্নের মধ্যেও যদি পবিত্রতা নড়চড় হয়ে যায়, চঞ্চলতার মধ্যে চলে আসে, তবে বুঝবে নম্বর ওয়ান ফাউন্ডেশন কাঁচা রয়েছে। কারণ আত্মার স্বধর্ম হলো পবিত্রতা। অপবিত্রতা হলো পরধর্ম আর পবিত্রতা হলো স্বধর্ম। তাই যখন স্বধর্মের নিশ্চয় হয়ে গেলো, তবে পরধর্ম তোমাকে নাড়াতে পারবে না। কোনো কোনো বাচ্চারা বলে যে, আগে তো বেশ ভালোই আসতাম, এখন কি জানি কি হয়ে গেলো? তাহলে কি হয়ে যায়? আসলে বাবা যা, তিনি যেমন, সেই ভাবে বাবাকে অনুভবে নিয়ে আসে না। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে বাবা সাথে আছেন? তখন সকলে হাত তুলবে। হাত তোলা তো খুব সহজ। কিন্তু বাবা সাথে আছেন তো বাবার সর্ব প্রথম যে মহিমা তোমরা করে থাকো যে, তিনি হলেন সর্বশক্তিমান - এটাকে মানো নাকি কেবল জানো? তো যখন সর্বশক্তিমান বাবা সাথে আছেন তবে সর্বশক্তিমানের সামনে অপবিত্রতা আসতে পারে? আসতে পারে না। কিন্তু আসছে তো! তাহলে সেটা আসছে কোথা থেকে? অন্য কোনো জায়গা থেকে? চোর যে চুরি করে, তার জন্য নিজের একটা স্পেশাল গেট বানিয়ে নেয়। চোরাগেট হয়ে থাকে না! তো তোমাদের কাছেও গুপ্ত চোরাগেট নেই তো? চেক করো। নাহলে মায়া এলো কোথা থেকে? উপর থেকে এসে গেল? যদি উপর থেকেও চলে আসে, তবে উপরটাই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কোনো গুপ্ত গেট দিয়ে আসে, যেটা তোমরা জানতে পারো না। তাই চেক করো যে, মায়া কোনো চোরাগেট বানিয়ে তো রাখেনি? আর গেট বানায়ই বা কীভাবে? জানো সেটা? তোমাদের যে বিশেষ স্বভাব বা সংস্কার দুর্বল থাকবে, তো সেখানেই মায়া তার গেট বানিয়ে ফেলে। কারণ যখনই কোনো স্বভাব বা সংস্কার দুর্বল থেকে যায়, তবে তোমরা যতই গেট বন্ধ করো না কেন, দুর্বল গেটটা রয়েছে যে, তো মায়া হলো জানি-জানানহার, সে জেনে যায় যে ওই গেটটা দুর্বল আছে, এখান দিয়ে রাস্তা পাওয়া যেতে পারে আর পেয়েও যায়। চলতে চলতে অপবিত্রতার সংকল্পও চলে আসে, বোলও হয়ে থাকে, কর্মও হয়ে যায়। তাহলে গেট তো খোলা রয়েছে

না, তবেই তো মায়া এলো। তাহলে (বাবা) সাথে আছেন কোথায়? বলার সময় তো বলে থাকো যে, সর্বশক্তিমান সাথে আছেন। তবে এই দুর্বলতা কোথা থেকে এলো? দুর্বলতা থাকতে পারে? পারে না, না? তাহলে কি থেকে যায়? পবিত্রতার মধ্যে যদি কোনো একটি বিকার রয়ে যায়, মনে করো লোভ রয়েছে, লোভ কেবল খাবার দাবারের প্রতিই থাকে না। কেউ কেউ ভাবে যে, আমার মধ্যে পোশাক আশাক, খাবার দাবার বা কীভাবে থাকবো এই সব কোনো কিছুই আকর্ষণ করে না। যা পেলাম, যেখাবারই তৈরী হচ্ছে, তাতেই তার চলে যায়। কিন্তু যত যত সে এগিয়ে যেতে থাকে, মায়া লোভও রয়্যাল আর সূক্ষ্ম রূপে নিয়ে আসে। সেই রয়্যাল লোভ কী? স্টুডেন্ট হোক, টিচার হোক, মায়া উভয়ের মধ্যেই রয়্যাল লোভ নিয়ে আসার ফুল পুরুষার্থ করে। মনে করো স্টুডেন্ট সে, খুব ভালো নিশ্চয়বুদ্ধি, সেবাধারী সে, সবেতেই সে ভালো, কিন্তু যখন এগিয়ে যেতে থাকে তো এই রয়্যাল লোভ চলে আসে যে, আমি এত কিছু করছি, সব দিক থেকে আমি সহযোগী, তন দিয়ে, মন দিয়ে, ধন দিয়ে এবং যখনই প্রয়োজন সেই সময় সেবাতে উপস্থিত হয়ে যাই। তবুও আমার নাম কখনোই টিচার উল্লেখ করেন না যে, এই জিজ্ঞাসু খুবই ভালো। ধরো এটাও যদি নাও আসে, তখন দ্বিতীয় কোন্ রূপ হয়ে থাকে? আচ্ছা, টিচার নামও নিলেন, তো নাম শুনতে শুনতে - আমিই তো, আমিই করে থাকি, আমিই করতে পারি, সে'সব অহমিকার রূপে চলে আসবে। অথবা অনেক কাজ করে এলো আর যদি কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করলো না, এক গ্লাস জলও খাওয়ালো না, দেখলোই না, নিজের আরামে বা নিজের কাজে বিজি থাকলো, তাহলে এও চলে আসে যে, করোও কিন্তু কেউ খোঁজও করলো না। তাহলে করাই বা কেন, করা আর না করা একই কথা। জিজ্ঞাসা করার তো কেউ নেই, এর চেয়ে আরামে ঘরে বসে থাকো, যখন হবে তখন সেবা করবো। সুতরাং এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিকার গুলির রয়্যাল রূপ চলে আসে। আর একটা বিকারও যদি চলে আসে, ধরো লোভ যদি নাও আসে কিন্তু অহমিকা এসে গেলো কিম্বা তোমার যদি এই খেয়াল বা ভাবনা চলে আসে যে, অন্যরা আমাকে মানবে - এই বোধ যদি চলে এলো তবে তো যেখানে একটি বিকার থাকে সেখানে তার আরও চার সাথী তার সাথেই লুকানো রূপে থাকে। আর এটাকে যদি তুমি চান্স দিয়ে দাও তবে যারা লুকিয়ে রয়েছে, সময় মতো তারাও তাদের চান্স নিতে থাকবে। তারপর বলতে থাকবে যে, আগের মতো ঠিক নেশা নেই, আগে খুব ভালো ছিল, আগে স্থিতি খুব ভালো থাকতো, এখন জানি না কি হয়েছে! মায়া চোরাগেট দিয়ে এসে গেছে - এটা তো জানা-ই, এটা ব'লো না যে জানা নেই।

এছাড়া টিচারদেরও আসে। টিচারদের কি চাই? সেন্টার যেন ভালো হয়, জামা কাপড় যেমনই হোক কিন্তু সেন্টারটা যেন একটু থাকার মতো হলে ভালো হয়। আর সাথীরাও যেন ভালো হয়, স্টুডেন্টরা যাতে ভালো হয়, বাবার ভান্ডারী যেন ভালো হয়। ভালো স্টুডেন্ট যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তবে হার্ট বিট একটু হলেও বেড়ে যায়। তবে ভাবতে থাকে যে, কি করবো, এ তো বেশ সহযোগী ছিল, এখন সে চলে গেলো। সহযোগী জিজ্ঞাসু ছিল নাকি বাবা? তো সেই সময় কে চোখের সামনে আসে? জিজ্ঞাসু নাকি বাবা? তো এই রয়্যাল মায়া ফাউন্ডেশনকে নাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে থাকে। তোমার যদি নিশ্চয় থাকে যে - সর্বশক্তিমান সাথে আছেন তো বাবা কাউকে না কাউকে নিমিত্ত বানিয়েই দেয়। কেউ কেউ আবার ভাবে যে, আমার একবার অন্তত আবুর কনফারেন্সে অথবা কোনো বড় কনফারেন্সে চান্স পাওয়া উচিত, চলো আর কিছু না হোক, যোগ শিবির তো করিয়ে নিক, এই চান্স তো অন্তত আমার পাওয়া উচিত না! চলো ভাষণ না-ই করলাম, স্টেজে তো অন্তত আসতে বলবে, বিনাশ তো হয়ে যাবে, বিনাশ হওয়া পর্যন্ত কি আমার নম্বর আসবে না, নম্বর তো আসা উচিত না! কিন্তু বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, তুমি যদি যোগ্য হও, চান্সও পাও করো তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু এই সংকল্প করা যে আমার চান্স পাওয়া উচিত... এও হলো যেচে নেওয়া। চাই চাই এ হলো রয়্যাল যাচনা। এটা হওয়া চাই... এরা আমাকে চিনতে পারে না, দাদী দিদিরাও সবাইকে চিনতে পারে না, যারা আগে আসে তাদের সামনে ডেকে নেয় - তো এই সংকল্প আসা এও হলো এক সূক্ষ্ম যাচনা। কিন্তু বাপদাদা বলে দিয়েছেন যে, ধরো তুমি স্টেজে এসে গেছো অথবা তোমার কোনো একটি বিশেষত্বের কারণে, যোগ তেমন না হলেও, অবস্থাও (স্থিতি) ততটা ভালো নয়, কিন্তু তোমার কথার মধ্যে, ক্যাচিং পাওয়ারের বিশেষত্ব রয়েছে, সেই কারণে চান্স পেয়ে গেছো, কেননা কারো কথাবার্তার মধ্যে মাধুর্য রয়েছে, স্পষ্টতা রয়েছে আর ক্যাচিং পাওয়ার থাকার কারণে এখান থেকে ওখান থেকে উদাহরণ ক্যাচ করে শুনিয়ে থাকে; যার ফলে তাদের বেশ নামডাক হয়ে যায়। কাকে চাই? অমুককে চাই। কে আসবে? অমুকে আসবে, সে যদি যোগে কাঁচাও হয়ে থাকে... তো এর আধারে নম্বর ফাইনাল হয় না। যেটা ফাইনালে পাওয়ার কথা, এক্ষেত্রে সেই নম্বর হবে না। সে অনেক অনেক ভাষণ করুক বা এত এত স্টুডেন্ট অথবা সেন্টার বানাক না কেন, কিন্তু যোগ্য কতজনকে বানিয়েছে? সেন্টার বানানো বড় কথা নয়, কিন্তু যোগ্য কতজন আত্মাকে বানিয়েছো? নামডাক হয়ে গেছে - ৩০ টা সেন্টারের ইনচার্জ অথচ ৩০ জনের মধ্যে ১৫ জন নড়বড়ে, ১৫ জন ঠিক আছে, তাহলে সেটা লাভের হলো কি নাকি কেবল নাম হলো? কেবল নাম হলো যে, অমুকের ৩০ টা সেবাকেন্দ্র আছে। কিন্তু তাতে ততো নম্বর পাওয়া যাবে না। ফাইনাল নম্বর কতজনকে সুখ দিয়েছো, তুমি নিজে যতখানি শক্তিশালী হয়েছো, সেই অনুসারেই পাবে। সেইজন্য এটা চাই ওটা চাই এ'সবকে বাতিল করো। নাহলে যোগ

লাগবে না। রোজ এটাই দেখতে থাকবে যে, অমুক জায়গায় প্রোগ্রাম হলো, তাও আমাকে ডাকলো না। এই তো পরশু এখানে হলো, কাল ওখানে হলো, আজ এখানে হলো! তো যোগ লাগবে নাকি গুনতি হতে থাকবে?

তো মুখ্য বিষয় হলো - যার যথার্থ নিশ্চয় রয়েছে তাকে পাকাপোক্ত করো। বলার জন্য তো বলে দাও যে, আমি হলাম আত্মা আর বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালে, কর্মে আনা চাই। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, কিন্তু আমাকে মায়া নাড়িয়ে দিচ্ছে, তাহলে কে মানবে যে, তোমার বাবা হলেন সর্বশক্তিমান! কেননা তার উপরে তো কেউ নেই। তো বাপদাদা আজ নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশনকে দেখছিলেন। নতুন হোক, পুরানো হোক, কিন্তু এই নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশনকে প্র্যাকটিক্যালে নিয়ে এসো আর সময় মতো ইউজ করো। সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তারপর বাবার সামনে অনুশোচনার রূপে আসে - কি করবো বাবা হয়ে গেছে । আপনি তো দয়ালু, কৃপা করুন... তাহলে এটা কি হলো? এও হলো রয়্যাল অনুতাপ। (বাবা) সাথে থাকলে কারো সাহস নেই, নিশ্চয়বুদ্ধির অর্থই হলো বিজয়ী । যদি কোনো হিসাবপত্র আসেও তবে মনকে অস্থির ক'রো না। স্থিতিকে উপরে নীচে ক'রো না। চলো এসেও যদি যায়, তৎক্ষণাৎ দূর থেকেই তাকে শেষ করে দাও। এখন যোদ্ধা হয়ে যেও না। কেউই এখনও নিরন্তর যোগী হয়নি। কিছু সময়ের যোগী আর কিছু সময়ের যুদ্ধ করা যোদ্ধা। কিন্তু নিজেকে কি বলে থাকো? যোদ্ধা নাকি যোগী? নিজেকে তো বলে থাকো সহজযোগী। তাহলে নতুন যারাই এসেছে তাদেরকে বাপদাদা পুনরায় ভাগ্য প্রাপ্ত করবার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কিন্তু অভিনন্দনের সাথে সাথে এটাও চেক করবে যে, ফাউন্ডেশন নম্বর ওয়ান কি নাকি নম্বর দুই এর?

কেউ কেউ বলে থাকে জ্ঞান যোগ খুব ভালো লাগে। খুব ভালো, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু কর্মে নিয়ে আসো কি? জ্ঞান মানে আত্মা, পরমাত্মা, ড্রামা... এ'সব কেবল মুখে বলা নয়। জ্ঞানের অর্থ হলো বোধ (বুঝতে পারা)। বোধবুদ্ধি সম্পন্ন যে, যেই রকম সময় সেই অনুসারে বোধ বুদ্ধির দ্বারা সদা সফল হয়ে থাকে । কখনো দেখো জীবনে যদি দুঃখ আসে তখন তোমরা কী ভাবতে থাকো? কি জানি, আমি কেন এটা বুঝতে পারিনি? - এটাই বলবে। তাহলে তোমরা বোধবুদ্ধি সম্পন্ন কি? জ্ঞানী তোমরা? বলো হ্যাঁ কি না? (হ্যাঁ বাবা) হ্যাঁ তো খুব ভালোই বলো। বোধবুদ্ধি সম্পন্নতার লক্ষণ হলো কখনো ধোঁকা না খাওয়া - এটা হলো জ্ঞানীর চিহ্ন। আর যোগীর চিহ্ন হলো - সদা ক্লিন আর ক্লিয়ার বুদ্ধি। ক্লিনও হবে আবার ক্লিয়ারও হবে। যোগী কখনো বলবে না - কি জানি, কি জানি। তাদের বুদ্ধি সর্বদাই ক্লিয়ার থাকে। আর ধারণা স্বরূপের চিহ্ন হলো সর্বদা নিজেও ডবল লাইট । যত বড় দায়িত্বই এসে থাকুক, সে ধারণামূর্তি, সর্বদা ডবল লাইট। মেলা হোক কিম্বা ঝামেলা - দুটোতেই হলো লাইট। আর সেবাধারীর লক্ষণ হলো - সদা নিমিত্ত আর নির্মাণ ভাব। তো এই সব গুলো নিজের মধ্যে চেক করো। বলার জন্য তো সবাই বলে থাকো যে, চারটিই সাবজেক্টের গডলি স্টুডেন্ট । তো লক্ষণ গুলো দেখতে পাওয়া চাই।

তাহলে নতুন যারা তারা কি করবে? নিজের নিশ্চয়কে আরও পরিপক্ক করো। নাহলে তো তখন কি হবে দুই বছর চলবে, তিন বছর চলবে, তারপর পুনরায় পুরানো দুনিয়াতে চলে যাবে। আর তারপর যারা পুনরায় ফিরে যায় তারা সেই দুনিয়াতেও সেট হতে পারবে না। না তারা এই দুনিয়ার থাকবে, না তারা ওই দুনিয়ার। সেইজন্য নিজের ফাউন্ডেশনকে খুব ভালো ভাবে পরিপক্ক করো। অনুভব করো - সর্বশক্তিমান বাবা সাথে আছেন। কেবল একটি বিষয়কেও যদি অনুভব করতে পারো তবে সব গুলোতেই পাশ হয়ে যাবে। দেখো এখন যারা প্রাইম মিনিস্টার রয়েছে, মিনিস্টার রয়েছে, এদের কারো সাথে যদি কোনো সাধারণ ব্যক্তির কানেকশন থাকে, তবে তারও অনেক নেশা থাকে। আর ইনি তো হলেন সর্বশক্তিমান! আচ্ছা!

আচ্ছা, চতুর্দিকের সদা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভাগ্য বিধাতাকে নিজের বানিয়ে থাকে, এই রকম শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা বাপদাদার শ্রীমতকে শুনলো আর করলো, এই রকম সর্ব সুসন্তানদেরকে, সদা সেবাতে অচল থেকে ঝামেলা মুক্ত আর পরমাত্ম মিলন মেলা উদযাপনকারী সকল বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

আচ্ছা - ডবল বিদেশীদের ডবল নেশা থাকে তো? ডবল বিদেশী অর্থাৎ ডবল লাইট, ডবল নেশা আর ডবল বাপদাদা আর পরিবারের ভালোবাসা। বুঝেছো?

বরদানঃ- নিজস্ব ভাবের অধিকারের অনুভূতির দ্বারা অধীনতাকে সমাপ্তকারী সর্ব অধিকারী ভব

বাবাকে নিজের বানানো অর্থাৎ নিজের অধিকার অনুভব হওয়া। যেখানে অধিকার রয়েছে, সেখানে না তো নিজের প্রতি অধীনতা রয়েছে, না সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসার অধীনতা রয়েছে, না প্রকৃতি আর

পরিস্থিতিতে আসার অধীনতা রয়েছে । যখন এই সব প্রকারের অধীনতা সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন সর্ব অধিকারী হয়ে যায়। যারাই বাবাকে জেনেছে আর জেনে নিজের বানিয়েছে, তারাই হলো মহান এবং অধিকারী।

স্লোগানঃ- নিজের সংস্কার বা গুণ গুলিকে সকলের সাথে মিলিয়ে নিয়ে চলা - এটাই হলো বিশেষ আত্মাদের বিশেষত্ব ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;